যৌথ মিডিয়া বিজ্ঞপ্তি (সিংগাপুর)ঃ ০৫ জানুয়ারি, ২০১৮

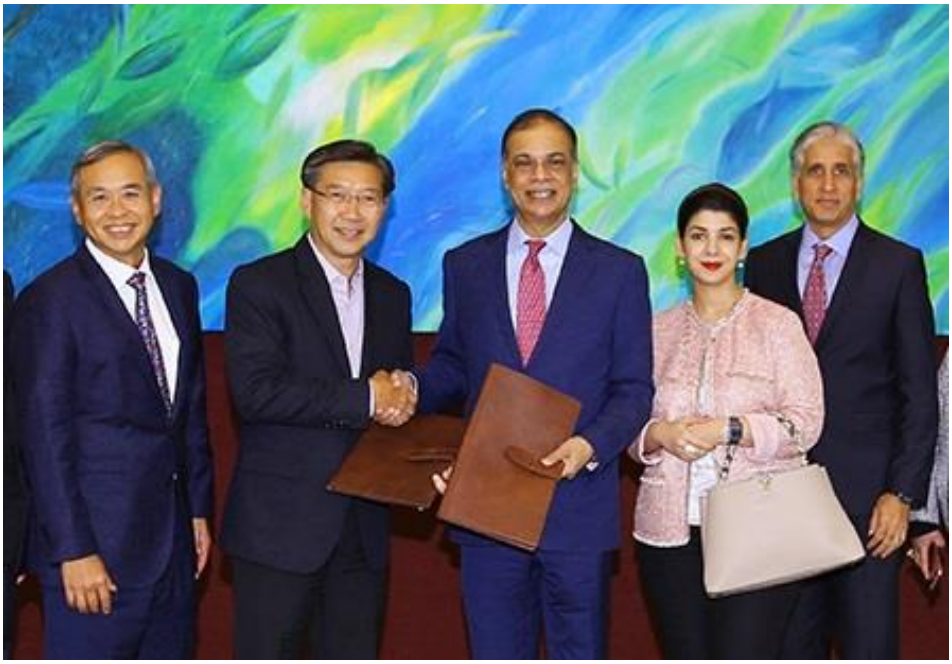

সামিট পাওয়ার ইন্টারন্যাশনালের চেয়ারম্যান মুহাম্মদ আজিজ খান পিএসএ ইন্টারন্যাশনালের গ্রুপ সিইও ট্যান চুং মেং এর কাছে ১৫-বছর মেয়াদী চুক্তিপত্রটি হস্তান্তর করেন। এসময় উপস্থিত ছিলেন সামিট পাওয়ার ইন্টারন্যাশনালের সিইও এন্ড এমডি আয়েশা খান, সিওও অরুন সেন এবং পিএসএ মেরিনের এমডি পিটার চু সহ অন্যান্য সিনিয়র কর্মকর্তাবৃন্দ।

সামিট পাওয়ার ইন্টারন্যাশনাল তার এলএনজি টার্মিনাল নির্মাণে প্রয়োজনীয় মেরিন সেবা পেতে পিএসএ মেরিনকে ১৫-বছর মেয়াদী চুক্তিতে কাজ দিল

আজ সামিট পাওয়ার ইন্টারন্যাশন্যালের সহযোগী প্রতিষ্ঠান, সামিট এলএনজি টার্মিনাল সিংগাপুরের পিএসএ মেরিনের সহযোগী প্রতিষ্ঠান, পিএসএ মেরিন বাংলাদেশের সাথে একটি ১৫-বছর মেয়াদী একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। চুক্তি অনুযায়ী পিএসএ মেরিন, সামিট এলএনজি এফএসআরইউ টার্মিনালের এলএনজি জাহাজের নোঙর করানো, মুরিং, পাইলট এবং কর্মকর্তাদের স্থানান্তর সেবায় প্রয়োজনীয় তিনটি এসকর্ট টাগবোট, একটি ফাস্ট ক্রুবোট এবং একটি অফশোর সাপ্লাই জাহাজের যোগান দেবে।

এই চুক্তিটি পিএসএ মেরিনের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক এবং এর মধ্য দিয়ে সামিট এলএনজি'র সাথে প্রতিষ্ঠানটির দীর্ঘমেয়াদী অংশীদারিত্বের সূচনা হলো। সামিট এলএনজি এবং পিএসএ মেরিন ২০১৯ সালের প্রথমার্ধে একসাথে অপারেশন শুরু করবে।

পিএসএ মেরিনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক পিটার চু বলেন, "এলএনজি টার্মিনালে টোয়েজ সার্ভিসসমূহ সরবরাহে আমরা সুনামের সাথে সেবা দিয়ে আসছি। উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যায়, জুরংয়ে অবস্থিত সিংগাপুর এলএনজি টার্মিনাল অথবা সুর-এ অবস্থিত ওমান এলএনজি টার্মিনালের। আমরা সামিট পাওয়ার ইন্টারন্যাশনালের সাথে কাজ করতে পেরে সম্মানিত বোধ করছি এবং এলএনজি টার্মিনালসমূহে পছন্দসই মেরিন সেবা দেবার সক্ষমতা সম্পর্কে আত্নবিশ্বাসের মাত্রা বেড়ে গেল।"

সামিট পাওয়ার ইন্টারন্যাশনালের চেয়ারম্যান মুহাম্মদ আজিজ খান বলেন, "সামিট বাংলাদেশের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন খাতের বৃহত্তম কোম্পানী, যা বর্তমানে ১৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করছে পাশাপাশি আরো ১০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন নির্মাণাধীন আছে এবং ২৪০০ মেগাওয়াট উন্নয়নাধীন রয়েছে। বাংলাদেশের ১৫ মিলিয়ন টন এলএনজি'র চাহিদা রয়েছে এবং সামিট এই অবকাঠামো সরবরাহের লক্ষ্যে কাজ করছে। এই অঞ্চলের ক্রমবর্ধমান এলএনজি চাহিদায় আমাদের প্রথম এলএনজি প্রকল্পের জন্য বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় মেরিন-সেবা সরবরাহকারি পিএসএ মেরিনকে পাশে পেয়ে আমরা গর্বিত। আমাদের প্রকল্পগুলো সম্পাদনে বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় কর্পোরেশনসমূহে সঙ্গে সুনামের সাথে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে, তাই এক্ষেত্রে আমাদের প্রতিষ্ঠানের দর্শনের সাথে মিলিয়ে পিএসএ মেরিনেকে মনোনয়ন করাই স্বাভাবিক ছিল।

২০১৭ সালে সামিট এলএনজি কক্সবাজারের মহেশখালিতে অবস্থিত এলএনজি টার্মিনালের ফ্লোটিং স্টোরেজ এন্ড রিগ্যাসিফিকেশন ইউনিট থেকে তীরের সাথে যুক্ত বিল্ড, ওন, অপারেট এবং ট্রান্সফার ভিত্তিতে সমুদ্রের তলদেশে ৫ কিলোমিটার পাইপলাইন নির্মাণের মাধ্যমে প্রতিদিন ৫০০ মিলিয়ন ঘনফুট প্রাকৃতিক গ্যাস জাতীয় গ্রীডে সরবরাহের জন্য পেট্রোবাংলা কর্তৃক অনুমোদন পায়। এই প্রকল্পটি বাংলাদেশে ১০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ ও গ্যাস সরবরাহে সামিট পাওয়ার ইন্টারন্যাশনালের ১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগের একটি অংশ।

পিএসএ মেরিন সম্পর্কে বিস্তারিতঃ

পিএসএ ইন্টারন্যাশনালের পূর্ণ মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান পিএসএ মেরিন একটি শীর্ষস্থানীয় হার্বার, টার্মিনাল টোয়েজ পরিচালনাকারি এবং পাইলটেজ সেবা সরবরাহকারি প্রতিষ্ঠান। সিংগাপুরে ফ্ল্যাগশীপ অপারেশনসহ পিএসএ মেরিন চীন, হংকং, ভারত, ওমান এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ৬০টিরও বেশী নিজস্ব মালিকানাধীন টাগ পরিচালনা করে।

বিস্তারিত জানার জন্য: https://www.psamarine.com/

সামিট পাওয়ার ইন্টারন্যাশনাল সম্পর্কে বিস্তারিতঃ

সামিট পাওয়ার ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশে উন্নতমানের বিদ্যুৎ উৎপাদনের উন্নয়নকারি এবং নিজ মালিকানাধীন প্রকল্প পরিচালনায় শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠান। সামিট ১৯৯৮ সালে বাংলাদেশে সহ-পৃষ্ঠপোষকতায় সর্বপ্রথম পাওয়ার প্ল্যান্ট স্থাপন করে। সামিট পাওয়ার দেশটির সবচেয়ে বড় স্বতন্ত্র বিদ্যুৎ উৎপাদনকারি (IPP) প্রতিষ্ঠান যা দেশটির বেসরকারি খাতে ২১% বিদ্যুৎ উৎপাদন করে।

অবকাঠামো খাতের উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের মানুষের জীবন-যাত্রার মান উন্নয়নই সামিট পাওয়ারের প্রধান লক্ষ্য। এজন্য সামিট ২০১৩ থেকে ধারাবাহিকভাবে বাংলাদেশে ৪ বার সেরা বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্পের স্বীকৃতি পেয়েছে। উন্নত প্রযুক্তির পাওয়ার প্ল্যান্ট পরিচালনায় আমাদের সুনাম এবং অভিনব অভিজ্ঞতা রয়েছে।

বিস্তারিত জানার জন্যঃ http://summitpowerinternational.com/

বিস্তারতি তথ্যের জন্যঃ

মোহসেনা হাসান | ইমেইল-mohsena.hassan@summit-centre.com | মোবাইল- ০১৭১৩০৮১৯০৫